بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৬ জানুয়ারি, ২০১৭ মোতাবেক ৬ সুলাহ্ ১৩৯৬ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, পৃথিবীতে মানুষ ধন-সম্পদ ব্যয় করে ব্যক্তিগত সুখ-শান্তির উদ্দেশ্যে এবং ব্যক্তিগত লক্ষ্য অর্জনের জন্য আর কোন কোন সময় সে দান-সদকাও করে থাকে। কিন্তু পৃথিবীতে আজ এমন কোন সংগঠন নেই, এমন কোন দল নেই, যার সদস্য ও সভ্যরা পৃথিবীর সকল দেশে সকল শহরে একই লক্ষ্যে, এক নেতৃত্বের অধীনে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করছে আর সেই লক্ষ্যটি হল, ধর্ম প্রচার এবং সৃষ্টির সেবা করা। হ্যাঁ, আজকে ধরাপৃষ্ঠে কেবলমাত্র একটিই জামা'ত রয়েছে, যারা এই কাজ করে চলেছে। আর এটি সেই জামা'ত, যাকে আল্লাহ্ তা'লা এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এটি সেই জামা'ত, যা মহানবী (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ দাসের জামা'ত। এটি সেই জামা'ত' যা প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং মাহদীর জামা'ত, যার ওপর সারা বিশ্বে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। এই জামা'ত গত প্রায় ১২৮ বছর ধরে ইসলাম এবং মানবতার সেবার মানসে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে যাচ্ছে। আর এর কারণ হল, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ জামা'তকে কুরআনের শিক্ষার আলোকে ধন-সম্পদের সঠিক ব্যয়-স্থল এবং ধন-সম্পদ কুরবানীর প্রকৃত ব্যুৎপত্তি দান করেছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, "আমি বারংবার তাগিদ দেই যে, খোদা তা'লার পথে সম্পদ ব্যয় কর এটি খোদা তা'লার নির্দেশ, (এটি করার পেছনে খোদার নির্দেশে রয়েছে।) কেননা, ইসলাম এখন অধঃপতনের শিকার। এর বাইরের ও এর আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা দেখে আমার হৃদয় ব্যাকুল হয়ে যায়। আর ইসলাম অন্যান্য বিরোধী-ধর্মের শিকারে পরিণত হচ্ছে।" তিনি (আ.) বলেন, "পরিস্থিতি যেখানে এরূপ হয়ে গেছে, সেখানে ইসলামের উন্নতির জন্য আমরা কি কোন পদক্ষেপ নেব না? এ উদ্দেশ্যেই খোদা তা'লা এই জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছেন। অতএব, এর উন্নতির জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া খোদার নির্দেশ ও তাঁর ইচ্ছার অনুগমন করা বৈ অন্য কিছু কী।"

অতঃপর, তিনি (আ.) আরো বলেন, "এ সব প্রতিশ্রুতিও খোদা তা'লার পক্ষ থেকেই যে, যে ব্যক্তি খোদার পথে দান করবে, আমি তা বহুগুণে বর্ধিত করব। পৃথিবীতেই সে অনেক কিছু পাবে আর পারলৌকিক প্রতিদান যে কত সুখকর, মৃত্যুর পর সেই অভিজ্ঞতাও সে লাভ করবে। বস্তুত, আমি এ বিষয়ের প্রতি তোমাদের সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, ইসলামের উন্নতির জন্য নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় কর।" **(মলফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৯৩-৩৯৪)**

অতএব, তাঁর সাহাবীরা (রা.) এ সবকথা বুঝতে পেরেছেন আর নিজেদের সম্পদ তারা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন। কতটা অসাধারণভাবে তাঁর অনুসারীরা আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিলেন বেশ কয়েকস্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর উল্লেখ করেছেন । দৃষ্টান্তস্বরূপ, যখন মিনারাতুল মসীহ্ নির্মাণের জন্য (আর্থিক কুরবানীর) আহবান করা হয়, অনেক খাতেই তিনি (আর্থিক কুরবানীর) আহবান জানাতেন, বই-পুস্তক ছাপাসহ অন্যান্য আরো লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে

তিনি (আ.) তখন তাহরীক করতেন। একইভাবে, মিনারাতুল মসীহ্‌র জন্যও যখন তিনি আহ্বান জানান, তখন মুন্সী আব্দুল আযীয পাটওয়ারী সাহেব বরং দু’জনের কথা তিনি বলেছেন অর্থাৎ আব্দুল আযীয সাহেব এবং শাদী খান সাহেব, যে আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করেছেন তার উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন “আমার জামা’তের দু’জন এমন নিষ্ঠাবান ব্যক্তি এ কাজের জন্য চাঁদা দিয়েছেন, যা অন্য বন্ধুদের জন্য সত্যিই ঈর্ষণীয় ব্যাপার। তাদের একজন হলেন, মুন্সী আব্দুল আযীয সাহেব, গুরুদাসপুর জেলায় তিনি পাটওয়ারীর কাজ করেন; অস্বচ্ছলতা সত্ত্বেও তিনি এ কাজের জন্য ১০০ রুপী চাঁদা প্রদান করেন। আর আমি মনে করি এই ১০০ রুপী তার বেশ কয়েক বছরের সঞ্চয়। আর এ জন্যও তিনি সমধিক প্রশংসার যোগ্য, কেননা অন্য একটি কাজের জন্যও সম্প্রতি তিনি ১০০ রুপী চাঁদা প্রদান করেছেন।” তিনি (আ.) আরো বলেন, “দ্বিতীয় যে নিষ্ঠাবান এক্ষেত্রে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন, তিনি হলেন, শিয়ালকোট নিবাসী, লাকড়ী ব্যবসায়ী মিয়াঁ শাদী খান সাহেব। সম্প্রতি তিনিও অন্য একটি কাজের জন্য ১৫০ রুপী চাঁদা দিয়েছেন। আর এখন এ কাজের জন্য ২০০ রুপী চাঁদা পাঠিয়েছেন। তিনি খোদার সত্তায় নির্ভরশীল সেই ব্যক্তি, যার ঘরের পুরো আসবাবপত্র, ইত্যাদি খতিয়ে দেখলে সম্পদের মোট মূল্য ৫০ রুপীর বেশি হয়তো হবে না।” “তিনি লিখেছেন, যেহেতু এটি দুর্ভিক্ষের সময় আর জাগতিক ব্যবসা-বাণিজ্যে স্পষ্টতই চরম মন্দা পরিলক্ষিত হচ্ছে, তাই আমাদের জন্য ধর্মীয়-ব্যবসা করাই মনে হয় শ্রেয়তর। কাজেই, যা কিছু আমাদের কাছে ছিল, সবই পাঠিয়ে দিলাম।”(মজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩১৪-৩১৫)

এভাবে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো অনেকের দৃষ্টান্ত তাঁর গ্রন্থাদি ও মলফুযাতে বর্ণনা করেছেন, যারা নিজেদের প্রয়োজনের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে, ধর্মীয় উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতামূলক ভাবে ও উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে বিভিন্ন আর্থিক কুরবানী করেছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা’তের সদস্যদের মাঝে আর্থিক কুরবানীর প্রেরণা আর উদ্দীপনা এত অসাধারণভাবে বিদ্যমান যে, প্রজন্ম পরম্পরায় তারা এমনটি করে যাচ্ছে। বরং যারা পৃথিবীর দূরবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী, পরে এসে যারা জামা’তে যোগ দিয়েছে এবং দিচ্ছে, তারাও এ সবপুণ্যবানের আর্থিক কুরবানীর কথা যখন শোনেন আর অমুক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আর্থিক কুরবানীর প্রয়োজন রয়েছে একথা যখন শোনেন, এবং খোদার বাণী শুনে যখন কুরবানীর বা ত্যাগের প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করেন, তখন তারাও এমন সব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন যে, দেখে আশ্চর্য হতে হয়। ধনাঢ্যদের চেয়ে মধ্য-বিত্তরা, বরং দরিদ্ররা বেশি কুরবানী পেশ করে থাকে আর ত্যাগের বিস্ময়কর সব দৃষ্টান্ত তারা স্থাপন করে। তাদের মাথায় এ চিন্তা আসে না যে, আমাদের সামান্য আর্থিক ত্যাগ স্বীকারে কী-ইবা লাভ হবে? বরং তারা খোদার এ বাণীকে বুঝেন, যেখানে আল্লাহ্ তা’লা বলেন, وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (সূরা আল্ বাকারা: ২৬৬) অর্থাৎ, আর যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় এবং তাদের আত্মার দৃঢ়তার জন্য খরচ করে, তাদের দৃষ্টান্ত উঁচু জায়গায় অবস্থিত সেই বাগানের ন্যায়, যেখানে প্রবল বৃষ্টিপাত হলে তা দ্বিগুণ ফল উৎপন্ন করে। আর এতে যদি প্রবল বৃষ্টিপাত না-ও হয়, তাহলে শিশিরই (এর জন্য) যথেষ্ট। আর তোমরা যা করছ আল্লাহ্ এর সম্যক-দ্রষ্টা।

অতএব, এ সব দরিদ্র মানুষের কুরবানী ‘ত্বাল’ অর্থাৎ শিশিরের ন্যায়। এই সামান্য আর্দ্রতা বা পানি, যা তাদের যৎসামান্য কুরবানীর ফলে ধর্মের বাগানে সিঞ্চিত হয়, আল্লাহ্ তা’লার কৃপায় তা অগণিত ফল বয়ে আনে। আমরা দেখি, একটি দরিদ্র জামা’ত হওয়া সত্ত্বেও আমরা পৃথিবীর সর্বত্র ইসলাম প্রচার এবং মানব-সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছি আর আল্লাহ্ তা’লার কৃপায় আমাদের কাজে আল্লাহ্ তা’লা এত অসাধারণ কল্যাণ সৃষ্টি করেন যে, এই ভেবে বিশ্বের মানুষ অবাক হয় যে, এত সীমিত উৎস আর সাধ্যের মধ্যে থেকেও এত সব কাজ কীভাবে তোমরা সাধন করতে পার? এটি সম্ভব হওয়ার কারণ হল, ত্যাগী এ সব ব্যক্তি ঐ সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেন, যাদের দৃষ্টান্ত আল্লাহ্ তা’লা এভাবে দিচ্ছেন যে, يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ অর্থাৎ, তারা নিজেদের ধন-সম্পদ খোদার সন্তুষ্টির সন্ধানে ব্যয় করে। আর খোদার সন্তুষ্টিই যদি লক্ষ্য হয়, তাহলে ফলও লাভ হয় অনেক আর তা কল্যাণও বয়ে আনে প্রচুর। যেমনটি আমি বলেছি, আজও এসব কুরবানীর অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে, বরং অগণিত দৃষ্টান্ত আছে। এর কয়েকটি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি।

কাদিয়ান থেকে সহস্র সহস্র মাইল দূরে বসবাসকারী এক মেয়ে যখন আহমদীয়াত তথা সত্যিকার ইসলামের ক্রোড়ে আশ্রয় নেয়, তখন তার চিন্তাধারায় কেমনতর পরিবর্তন আসে, আর কুরবানীর কী অসাধারণ জ্ঞান তার অর্জিত হয়, এ সংক্রান্ত একটি ঘটনা সেই মেয়ের নিজ ভাষ্যে শুনুন। এই মেয়েটি উগান্ডার অধিবাসীনি, সে অশিক্ষিত নয় বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। সে বলে, গত জুলাই মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পূর্বে তার কিছু জিনিসপত্র ক্রয় করার প্রয়োজন পড়েছিল, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় অর্থ অপর্যাপ্ত ছিল আর চাঁদাও ছিল বকেয়া। কাজেই সেই অর্থ আমি চাঁদা হিসেবেই দিয়ে দেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আল্লাহ্ তা’লা অবশ্যই আমাকে সাহায্য করবেন এছাড়া আমি আমার চাঁদা দিতে পেরে প্রশান্তি বোধ করছিলাম। এক মাস পর অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় খোলার তখনও তিন দিন বাকি, আমার এক খালা আমার মাকে ফোন করে জানতে চান, আমি কবে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছি? একই সাথে তিনি আমাকে তার বাড়িতে যেতে বলেন। সন্ধ্যাবেলা, আমি তার বাড়িতে গেলে তিনি আমাকে কিছু অর্থ দেন, যা ছিল আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনের চেয়ে ঢের বেশি, আর চাঁদা হিসেবে আমি যা দিয়েছিলাম এ অর্থ ছিল তার চেয়ে দশগুণ বেশি। এভাবে খোদা তা’লা আমার দোয়া গ্রহণ করেছেন আর এমন স্থান থেকে আমাকে সাহায্য করেছেন, যেখান থেকে অর্থ আসার কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

ভারতের এক ব্যক্তি সম্পর্কে সেখানকার ইন্সপেক্টর কমর উদ্দীন সাহেব লিখেন, কেরালার মুঞ্জেরী জামা’তের একজন সদস্যের রেক্সিনের (Rexine) ব্যবসা রয়েছে। তিনি বলেন, ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদা সংগ্রহের জন্য তার দোকানে যাই। তখন তিনি বলেন, মানুষের কাছে তার অনেক পাওনা টাকা আটকে আছে আর এ কারণে তিনি অনেক সমস্যার সম্মুখীন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি একটি মোটা অঙ্কের চেক প্রদান করতে গিয়ে বলেন, এখন একাউন্টে এত টাকা নেই, কিন্তু দোয়া করবেন আমি যেন অচিরেই এই অর্থ পরিশোধ করতে পারি। তিনি বলেন, পরের দিনই তার ফোন আসে যে, আল্লাহ্‌র কৃপায় চেক দেয়ার পরক্ষণেই আমার একাউন্টে অনেক বড় অঙ্ক জমা হয়েছে, তাই আপনি আপনার চেকটি ক্যাশ করিয়ে নিন। আর বলতে থাকেন, এটি একান্তই চাঁদার কল্যাণে সম্ভব হয়েছে, এত স্বল্পতম সময়ে আল্লাহ্ তা’লা ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

পূর্ব আফ্রিকার তানজানিয়ায় বসবাসকারীনি এক বিধবা মহিলার দৃষ্টান্ত: যার সম্পর্কে তানজানিয়ার আমীর সাহেব লিখেন, আড়েঙ্গা শহরের মুয়াল্লিম সাহেব একজন বিধবা মহিলা আমিনার কাছে ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদা সংগ্রহের জন্য যান। তিনি (মহিলা) অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলেন, এখন আমার কাছে কিছুই নেই, কোন ব্যবস্থা হতেই আমি অর্থ নিয়ে স্বয়ং আপনার কাছে উপস্থিত হব। মুয়াল্লিম সাহেব তখনও বাড়ি পৌঁছেন নি, এর পূর্বেই সেই ভদ্র-মহিলা দশ হাজার শিলিং নিয়ে উপস্থিত হন এবং বলেন, এ অর্থ কোন এক স্থান থেকে এসেছে, তাই ভাবলাম, আপনাকে দিয়ে আসি। প্রথমে চাঁদা দেই, অন্যান্য খরচের ব্যবস্থা পরে হবে। তিনি বলেন, আমার ওয়াদা ছিল পঁচিশ হাজার, কোন ব্যবস্থা হতেই বাকি পনের হাজার আমি নিয়ে আসব। দশ মিনিট পর তিনি পুনরায় অর্থ নিয়ে আসেন আর বলেন, আল্লাহ্‌র ব্যবহার দেখুন! আল্লাহ্‌র পথে আমি যে দশ হাজার দিয়ে গিয়েছিলাম, বাড়ি পৌঁছার পূর্বেই আল্লাহ্ তা'লা আমাকে পঁয়ত্রিশ হাজার পাঠিয়ে দিয়েছেন, যা থেকে পনের হাজার বকেয়া চাঁদা প্রদানের পরও আমার কাছে বিশ হাজার অবশিষ্ট থাকে আর এটি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লার কৃপা এবং চাঁদা দেয়ারই কল্যাণ। আর এভাবে তার ঈমানও দৃঢ়তা লাভ করেছে।

সেন্ট্রাল আফ্রিকার একটি দেশ হল কঙ্গো। সেখানকার লোকদের মাঝে কীভাবে কুরবানীর প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছে আর ত্যাগের চেতনায় তারা কতটা সমৃদ্ধ হচ্ছে, এরই একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। সেখানকার মুবাল্লিগ রমিয সাহেব লিখেছেন, কালোমবাই (Kalombayi) জামা'তের একজন দাঈ-ইলাল্লাহ্, সাঈদী সাহেব পার্শ্ববর্তী পাঁচটি জামা'ত সফর করেন এবং তবলীগ করেন। বর্তমানে সে দেশের অবস্থা ভালো নয়। নিরাপত্তা জনিত আশঙ্কা থাকলেও নিজ কর্মগণ্ডির সবক'টি জামা'ত তিনি সফর করেন। আর্থিক অবস্থা ভালো না হওয়া সত্ত্বেও পুণ্যের খাতিরে, সফরের ব্যয়ভারও তিনি নিজেই বহন করেন। এই সফরে ওয়াক্‌ফে জাদীদ খাতে স্থানীয় মুদ্রায় তিনি তিপ্পান্ন হাজার স্থানীয় মুদ্রা সংগ্রহ করে জমা করান আর বলেন, আমি একজন পুরোনো আহমদী, যুবকদের জন্য আমার নমুনা আদর্শ স্থানীয় হওয়া চাই। সেখানকার পুরোনো আহমদী বলতে কত পুরোনো হবে? খুব বেশি হলে পনের-বিশ বছর। তার বয়স ৬০ বছরের বেশি-ই হবে, কিন্তু কঠোর পরিশ্রম করে তবলীগের কাজ করছেন আর এর পাশাপাশি চাঁদার প্রতিও মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। এই হল সেই প্রেরণা ও চেতনা, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ)-কে গ্রহণের পর এসব লোকের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে। অথচ এরা পৃথিবীর দূরবর্তী অঞ্চলে বসবাস করেন। এমন অঞ্চলে বসবাস করেন, যেখানে রাস্তা-ঘাটের ভালো সুবিধে নেই, এমনকি যথার্থ রাস্তাঘাটও নেই। নদীমাতৃক অঞ্চল তাই নৌকাতেই সফর করা হয় আর এক স্থান থেকে অপর স্থানের দূরত্ব অনেক বেশি।

পশ্চিম আফ্রিকার বেনিনের এক আহমদীর দৃষ্টান্ত দেখুন! তার আহমদীয়াতের বয়স এখনো বছরও পেরোয় নি। অথচ দেখুন, তার কুরবানীর চেতনা এবং প্রেরণা কত উন্নতমানের! বরং পুরোনো আহমদীদের জন্য এটি শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত। সেখানকার মুবাল্লিগ মুজাফ্‌ফর সাহেব লিখেন, কুতুনী অঞ্চলের একটি গ্রামের নাম হল, ডিকাম্বে (Dekambe)। সেখানে এ বছর জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থানীয় অধিবাসীরা সাধারণত মাছ ধরে বিক্রি করে। তারা জেলে আর তাদের জীবন-জীবিকা এভাবেই নির্বাহ হয়। স্থানীয় মুবাল্লিগ সেই গ্রামবাসীদের চাঁদার তাহরীক করলে এক আহমদী বন্ধু, যিনি আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল, তিনি অনিতিবিলম্বে আহ্বানে সাড়া দিয়ে এক

হাজার ফ্রাঙ্ক কুরবানী হিসেবে উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, আমার অবস্থা যদিও ততটা স্বচ্ছল নয়, কিন্তু আমি চাই না, যে জামা'তে আমি যোগ দিয়েছি, সে জামা'তের পক্ষ থেকে কোন তাহরীক করা হবে আর আমি তাতে অংশ নেয়া থেকে বঞ্চিত থেকে যাব।

এরপর খিলাফতের সাথে সম্পর্ক এবং খুতবার প্রভাব কীভাবে মানুষের ওপর পড়ে! আর কুরবানীর প্রতি কীভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ হয় তাও দেখুন! পশ্চিম আফ্রিকার বুরকিনাফাঁসোর কয়েকজন যুবকের দৃষ্টান্ত এটি। তাদের আহমদীয়াত গ্রহণের ঘটনা তত পুরোনো নয়, কিন্তু তাদের মান কোন পর্যায়ের দেখুন! সেখানকার মুবাল্লিগ আমীন বালুচ সাহেব লিখেন- ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৬ সনের খুতবা গত বছরের শেষ খুতবা ছিল। আর নববর্ষের সূচনার বরাতে আমি যে খুতবা দিয়েছিলাম তা শুনে সেখানকার অর্থাৎ, বানফুরা অঞ্চলের কয়েকজন যুবক, যারা নতুন আহমদী ছিল আর কিছু পুরোনো আহমদীও তাৎক্ষণিক খুতবা শোনার পর বাড়ি যান এবং নববর্ষ বরণের জন্য যা কিছু সংগ্রহ করেছিলেন, তা নিয়ে আসেন আর ওয়াক্‌ফে জাদীদ খাতে দিয়ে দেন এবং বলেন, যুগ খলীফা যেহেতু আমাদেরকে বর্ষবরণ ও উদযাপনের রীতি শিখিয়েছেন, তাই এই অর্থ আমরা চাঁদা হিসেবে দিচ্ছি এবং রাতে তাহাজ্জুদের মাধ্যমে আমরা বর্ষবরণ করব। আর এভাবে সে দিন তারা প্রায় ৭৬,০০০ ফ্রাঙ্ক সীফা চাঁদা হিসেবে প্রদান করেন।

পশ্চিম আফ্রিকারই আরেকটি দেশ আইভরিকোস্টের ছোট্ট একটি গ্রামের নতুন জামাতের লোকদের কুরবানীর দৃষ্টান্ত দেখুন! বুওয়াকে অঞ্চলের মুয়াল্লিম মামাদু সাহেব লিখেন, আমাদের অঞ্চলের একটি গ্রাম নিয়াভোগো'র (Niavogo) লোকেরা এ বছরই আহমদীয়া জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হন; সবেমাত্র এক বছর হয়েছে। তিনি বলেন, আমি নতুন বয়আতকারীদের ওয়াক্‌ফে জাদীদে অংশগ্রহণ এবং বার্ষিক জলসায় যোগদানের তাহরীক করি। সেসব নবাগতকে বলি, যুগ খলীফা বলেছেন, সব আহমদী যেন ওয়াক্‌ফে জাদীদ এবং তাহরীকে জাদীদের চাঁদায় অংশ গ্রহণ করে। তিনি বলেন, আমার ধারণা ছিল, হয়তো গুটিকতক মানুষ সামান্য কিছু পরিমাণ এ খাতে চাঁদা দিবে। কেননা, তারা চরম দারিদ্রের মাঝে জীবন অতিবাহিত করে; কিন্তু পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ প্রমাণিত হয়েছে। গ্রামের প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তি ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদা প্রদান করে। আর এক বন্ধু শুধু চাঁদাই দেন নি, বরং ৬০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে আবিদজানের বার্ষিক জলসাও যোগদান করেন।

কুরবানীর আরেকটি দৃষ্টান্ত এবং খোদার ব্যবহার দেখুন! তানজানিয়া থেকে মুবাল্লিগ ইউসুফ ওসমান সাহেব লিখেন, হাঁটতে অক্ষম একজন আহমদী ভাই, পঙ্গুত্বের কারণে সে কোন কাজ করতে পারে না, তানজানিয়ার সকল অঞ্চলে এখনো বিদ্যুত যায় নি। তাই কিছু কিছু মানুষ ছোট ছোট সোলার প্যানেল বা সৌর বিদ্যুতের প্যানেল ক্রয় করে নিজেদের ঘরে দু'একটি বাল্ব জ্বালানোর ব্যবস্থা করেন। আমাদের এই আহমদী ভাইও ছোট্ট একটি সোলার প্যানেল দিয়ে মানুষের মোবাইল চার্জ করে দেন আর এভাবে তার জীবিকা নির্বাহ হয়। সামান্য যে আয় হয়, সেই আয় অনুসারে রীতিমত চাঁদাও দেন। একদিন আমাদের মুয়াল্লিম চাঁদার প্রতি তার মনোযোগ আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, গত দু'দিনে আমার দু'হাজার শিলিং আয় হয়েছে, আমি আল্লাহ্ তা'লার পথে তাই প্রদান করছি। মুয়াল্লিম সাহেব বলেন, যদি পুরো অর্থই চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেন, তাহলে ঘরে স্ত্রী-বাচ্চাদের কী খাওয়াবেন? তিনি বলেন, খোদা তা'লা 'রাযেক' তিনি নিজেই কোন ব্যবস্থা করবেন। মুয়াল্লিম সাহেব বলেন, আমি চাঁদার রশীদ কেটে দেয়ার পরপরই অনেকে তার কাছে মোবাইল চার্জ করার জন্য আসে এবং যতটা চাঁদা তিনি দিয়েছেন তার চেয়ে বেশি আয় হয়। তখন সেই

আহমদী ভাই মুয়াল্লিম সাহেবকে বলেন, আপনি দেখেছেন, আল্লাহ্ তা'লা চাঁদা দেওয়ার কারণে কত বরকত দিয়েছেন যে, যা আমি দিয়েছি এখনই তার চেয়ে বেশি অর্থ তিনি আমাকে ফেরত দিয়েছেন।

এরপর আল্লাহ্ কীভাবে ত্যাগী লোকদের কল্যাণমণ্ডিত করেন এবং তাদের ঈমানকে দৃঢ় করেন, তার এক দৃষ্টান্ত দেখুন! তানজানিয়ার শিয়ানিগা অঞ্চলের একটি জামা'তের এক বন্ধুর পুত্র মারাত্মক ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়। পুত্রের চিকিৎসার জন্য তার কাছে মাত্র ১৫০০ শিলিং ছিল। সেক্রেটারী মাল তার বাড়ি গিয়ে চাঁদার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সেই অর্থই পকেট থেকে বের করে চাঁদা হিসেবে প্রদান করেন। এরপর সেই বন্ধু (অর্থাৎ রোগীর পিতা) বলেন, প্রথমে আমার চিন্তা হল, ছেলের চিকিৎসার অর্থ কোথা থেকে আসবে? কিন্তু পরক্ষণেই আমি ভাবলাম, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করেছি, আল্লাহ্ তা'লাই ব্যবস্থা করবেন। কিছুক্ষণ পর অন্য এক শহর থেকে তার বড় পুত্র ফোন করে বলেন, আমি ৮০,০০০ শিলিং পাঠাচ্ছি আর এই অর্থ সে দিনই তার হস্তগত হয়। ছেলের চিকিৎসা খরচ এবং অন্যান্য প্রয়োজন পূরণেরও ব্যবস্থা হয়ে যায়। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লাকে (যা দিয়েছি) তার চেয়ে বেশ কয়েক গুণ বেশি আমাকে ফেরত দিয়েছেন। এখন তিনি এই ঘটনা অন্যদেরকেও তথা স্থানীয় আহমদীদের শোনান এবং তাদের সামনে চাঁদার গুরুত্ব স্পষ্ট করেন।

পশ্চিম আফ্রিকার আরেক দেশ মালীর এক ব্যক্তির আর্থিক কুরবানীর ঘটনা শুনুন। মুবাল্লিগ আহমদ বেলাল সাহেব লিখেন, সাকাসু অঞ্চলের এক বন্ধু ২০১৩ সনে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন। আহমদীয়াত গ্রহণের সময় তিনি চরম আর্থিক সংকটে জর্জরিত ছিলেন, ঋণগ্রস্ততা ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের পারিবারিক সমস্যা ছিল আর তার অবসর গ্রহণের সময়ও ঘনিয়ে আসছিল। আহমদীয়াত গ্রহণের পর তিনি যখন চাঁদার বরকতের কথা জানতে পারেন, তখন তিনি মনে মনে অঙ্গীকার করেন যে, রীতিমত চাঁদা দিবেন আর বাস্তবেও এমনটিই করেন। পরিস্থিতি প্রতিকূল হওয়া সত্ত্বেও সামর্থ্য অনুসারে চাঁদা দিতে থাকেন। তিনি বলেন, চাঁদা দেয়ার কল্যাণে আল্লাহ্‌র কৃপায় স্বল্পতম সময়ে আমার সব ঋণ পরিশোধ হয়ে যায় আর পারিবারিক দুশ্চিন্তাও দূরীভূত হয়। সরকারের পক্ষ থেকে আমাকে পদোন্নতি দেয়া হয়। আমার অবসর গ্রহণের সময়ও পিছিয়ে দেওয়া হয়। এখন তিনি ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনাতেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

সিয়েরালিওন থেকে মুবাল্লিগ মুনীর হোসেন সাহেব লিখেন, বোয়াজেবুর (Boajibu) একটি জামা'তের এক আহমদী ভদ্রমহিলা চার হাজার লিওন দেওয়ার ওয়াদা করেন অথচ তার আয়ের তেমন কোন উৎস ছিল না। কেবল ছোট্ট একটি বাগান ছিল, যেখানে তিনি কাসাভা চাষ করেছিলেন। মিষ্টি আলুর ন্যায় এর দীর্ঘ শিকড় গজায়, এটিই খাওয়া হয়। সেটা বিক্রি করেই তিনি দিনাতিপাত করতেন। চাঁদা দেয়ার সময় ঘনিয়ে এলে সেক্রেটারী সাহেব চাঁদা সংগ্রহের জন্য তার কাছে যান। চাঁদার জন্য যে অর্থ তিনি একত্রিত করেছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তার কোন ছেলে তা নিয়ে যায় এবং খরচ করে ফেলে। এতে তিনি খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন। তার ঈমানের দৃঢ়তা দেখুন! তার এক পুত্র মদের দোকানে কাজ করত, অপারগতা ছিল বা পুরোপুরি ঈমান আনে নি, সে বলে, আমি ঋণ হিসেবে এই অঙ্ক আপনাকে দিচ্ছি। সেই মা পরিষ্কারভাবে তা নিতে অস্বীকার করেন আর বলেন, এই অর্থ বৈধ নয়। তাই এই অর্থ আমি চাঁদা হিসেবে দিতে পারি না। এ হল তার ঈমানী আত্মাভিমান। কিন্তু প্রত্যুত্তরে খোদার ব্যবহারও দেখুন! বান্দার উদ্দেশ্যই ছিল খোদার সন্তুষ্টি লাভ আর তাই আল্লাহ্ তা'লা ব্যবহারও করেছেন অভাবনীয়! তিনি বলেন, ইত্যবসরে এক অজ্ঞাত

পরিচয় ব্যক্তি আসে, যাকে তিনি আদৌ চিনতেন না। সেই ব্যক্তি তাকে ১০০০০ লিওন দেন। ৪০০০ লিওন দেয়ার পরিবর্তে ১০০০০ লিওন তিনি চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেন আর বলেন, শুধুমাত্র চাঁদা পরিশোধ করার জন্যই আল্লাহ্ তা'লা এই অঙ্ক আমাকে পাঠিয়েছেন। পরবর্তী বছরের জন্যও তিনি ১০০০০ লিওন ওয়াদা লিখান।

সিয়েরালিওন থেকেই মুবাল্লিগ আকীল সাহেব বলেন, বুঁ অঞ্চলের এক নতুন বয়আতকারী বন্ধুর দীর্ঘদিন থেকে জমিজিরাত সংক্রান্ত বিবাদ চলে আসছিল আর বিবাদি পক্ষ ছিল খুবই প্রভাবশালী। বাহ্যত মামলায় জেতার মত কোন পরিবেশ-পরিস্থিতি তার ছিল না। সেই সময় মসজিদে তিনি আর্থিক কুরবানীর কল্যাণ সম্পর্কে শুনেন। তিনি বলেন, আর্থিক কুরবানীর কল্যাণের কথা যখন শুনলাম, ভাবলাম আমিও চাঁদা দিয়ে দেখি। নতুন এই বয়আতকারী, খ্রিষ্টধর্ম ছেড়ে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, হতে পারে এই চাঁদার কল্যাণে আমার জমিজমা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তাই সাধ্যানুসারে চাঁদা প্রদান করেন। এর কিছুদিন পরেই মামলার রায় তার অনুকূলে যায়, যা বাহ্যত অসম্ভব মনে হচ্ছিল। এই বন্ধু বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ সবকিছুই আর্থিক কুরবানীর কল্যাণে হয়েছে।

কঙ্গো কিনশাসার মুবাল্লিগ শাহেদ সাহেব লিখেন, এক ভদ্রমহিলা যার ক্ষুদ্র একটি ব্যবসা রয়েছে। তিনি বলেন, দেশে (বিরাজমান) পরিস্থিতির কারণে বছরের শুরুতেই মনে হচ্ছিল, ব্যবসায় লাভ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু বছরের প্রারম্ভেই আমি ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা দিয়ে দেই। আর চিন্তা করি, খোদার সাথে কৃত ব্যবসা কখনো লোকসানে পর্যবসিত হতে পারে না। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তার ব্যবসায় লাভ হয়। দেশে বিরাজমান বর্তমান পরিস্থিতি সত্ত্বেও তার ব্যবসায় কোন লোকসান হয় নি।

আহমদীদের বিভিন্ন কুরবানীর প্রভাব অন্যদের ওপরও কতটা ফেলে তা দেখুন! আর এর ফলে তবলীগের পথও সুগম হয়। এ বিষয়ে বাংলাদেশের আমীর সাহেব লিখেন- তিনজন যেরে তবলীগ বন্ধু, যথেষ্ট তবলীগ করা সত্ত্বেও বয়আতের জন্য কেউ সম্মত হচ্ছিল না। গত জুমুআয় এই তিন বন্ধু মসজিদে আসেন, জুমুআর খুতবায় ওয়াক্‌ফে জাদীদের বরাতে মনোযোগ আকর্ষণ করা হলে জুমুআর পর মানুষ চাঁদা দেয়ার জন্য সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। যেরে তবলীগ এই বন্ধুরা এ দৃশ্য দেখে বলেন, চাঁদা নেওয়ার জন্য বক্তৃতা করতে করতে আমাদের মৌলভীদের গলা ও মুখ সবই শুকিয়ে যায়, তবুও মানুষ চাঁদা দেয় না। আর এখানে সামান্য একটি ঘোষণার পর চাঁদা দেয়ার জন্য মানুষ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়, এটিই প্রকৃত ইসলামিক প্রেরণা। অতএব, এ দৃশ্য দেখার পর এই তিন বন্ধু তখনই আহমদীয়াত গ্রহণ করেন আর ওয়াক্‌ফে জাদীদ খাতে চাঁদাও প্রদান করেন।

এরপর বেনিনের একটি অঞ্চলের মুয়াল্লিম আব্দুল্লাহ্ সাহেব লিখেন, সদ্য বয়আতকারী একটি জামা'ত পাপাযা'য় (Kpakpaza) চাঁদা সংগ্রহের জন্য সফর করি। একজন নতুন বয়আতকারী আহমদী আলহাজ্ব আবু বকর সাহেব বলেন, এই চাঁদা কোথায় এবং কীভাবে খরচ করা হয়? আর্থিক ব্যবস্থাপনার পুরো জ্ঞান তার ছিল না। তাকে তখন বলা হয় যে, আহমদীয়া জামা'ত এসব চাঁদার মাধ্যমে মসজিদ নির্মাণ করে, কুরআনের অনুবাদ এবং অন্যান্য ধর্মীয় পুস্তক প্রচার করে। এসব চাঁদার মাধ্যমে বিভিন্ন হাসপাতাল, স্কুল এবং এতিমখানা নির্মাণ করা হয়। চাঁদা হিসেবে প্রদত্ত এক একটি পয়সা শতভাগ ধর্মীয় এবং মানব-কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হয়। একথা শোনার পর আবু বকর সাহেব বলেন, মৌলভীরা আমার কাছে যাকাত এবং খয়রাত নেয়ার

জন্য আসত। কিন্তু কখনো তারা বলে নি যে, সেই অর্থ কোন খাতে ব্যবহার করা হয়। তিনি তখনই চাঁদা প্রদান করেন এবং বলেন, ভবিষ্যতে জামা'তের সকল চাঁদার খাতে উৎসাহ্ উদ্দীপনার সাথে আমি অংশ নিব।

মোটকথা আমরা দেখি, এ যুগেও আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তকে এমন মানুষ দিচ্ছেন, কুরবানীর ক্ষেত্রে যারা অগ্রগামী থাকে। তারা নতুন আহমদী হলেও আহমদীয়াত গ্রহণের স্বল্প সময়ের ভেতরই আল্লাহ্‌র ধর্মের জন্য কুরবানী এবং ত্যাগ স্বীকারের এক গভীর প্রেরণা তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়। কিন্তু এটি চিন্তার বিষয় তাদের জন্য, যারা সচ্ছল ও সঙ্গতিশীল। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যও দিয়েছেন, তারা সম্পদশালী দেশে বসবাস করে, অথচ তাদের কুরবানী একেবারেই তুচ্ছ হয়ে থাকে। যদিও এখানেও অনেকেই এমন আছে, যারা অসাধারণ আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করে থাকেন। কিন্তু এমন অনেক সম্পদশালী বা ধনী মানুষ পৃথিবীর সর্বত্র রয়েছে, যাদের এদিকে দৃষ্টি খুবই কম। এদিকে তাদের মনোযোগ দেয়া উচিত।

জানুয়ারির প্রথম শুক্রবারে যেভাবে ওয়াক্‌ফে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা করার রীতি রয়েছে, সে রীতি অনুযায়ী বহু ঘটনার মধ্য থেকে মাত্র এ কয়েকটি ঘটনাই আপনাদেরকে শোনানোর জন্য আমি বেছে নিয়েছি। চাঁদার গুরুত্ব তুলে ধরার পর এখন আমি ওয়াক্‌ফে জাদীদের ৬০তম বছরের ঘোষণা দিচ্ছি। আর গত বছর খোদার যে কৃপারাজি বর্ষিত হয়েছে, তাও উল্লেখ করছি যে, আদায় কেমন ছিল।

ওয়াক্‌ফে জাদীদের বছরের সমাপ্তি ঘটে ৩১ ডিসেম্বরে। ৫৯তম বছরের সমাপ্তি ঘটেছে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে। খোদার অপার কৃপায় পৃথিবীর জামা'তগুলো থেকে এখন পর্যন্ত যে রিপোর্ট এসেছে, তাতে ওয়াক্‌ফে জাদীদ খাতে জামা'ত ৮০,২০,০০০ (আশি লক্ষ বিশ হাজার) পাউন্ড চাঁদা দিয়েছে। গত বছরের চেয়ে এ বছর জামা'ত ১১,২৯,০০০ পাউন্ড বেশি চাঁদা দিয়েছে। চাঁদা প্রদানের ক্ষেত্রে এ বছরও পাকিস্তান পৃথিবীর জামা'তগুলোর মাঝে মোটের ওপর তালিকার শীর্ষে রয়েছে।

স্থানীয় মুদ্রার দৃষ্টিকোণ থেকে গত বছরের চেয়ে উল্লেখযোগ্য হারে যারা চাঁদা বৃদ্ধি করেছে, তাদের মধ্যে পশ্চিম আফ্রিকার দেশ ঘানা তালিকার শীর্ষে। এরপর জার্মানি ও পাকিস্তানের পর রয়েছে কানাডা।

আফ্রিকান দেশগুলোতে উল্লেখযোগ্য কুরবানী যেসব দেশ করেছে, তাদের মাঝে রয়েছে মালি, বুরকিনাফাঁসো, লাইবেরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, সিয়েরালিওন এবং বেনিন ।

মোট সংগ্রহের দৃষ্টিকোণ থেকে পাকিস্তানের বাইরে বহির্বিশ্বের প্রথম দশটি জামা'ত হল, যথাক্রমে যুক্তরাজ্য, জার্মানি, আমেরিকা, কানাডা, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, সপ্তম মধ্য-প্রাচ্যের একটি জামা'ত, অষ্টম স্থানে রয়েছে ইন্দোনেশিয়া, নবম স্থানে মধ্য-প্রাচ্যের আরেকটি দেশ আর দশম স্থান অধিকার করেছে ঘানা। এরপর আসবে বেলজিয়াম এবং সুইজারল্যান্ড।

মাথাপিছু আদায়ের দিক থেকে আমেরিকা প্রথম স্থানে রয়েছে। এরপর রয়েছে যথাক্রমে সুইজারল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, ফ্রান্স, জার্মানী, ত্রিনিদাদ, বেলজিয়াম এবং কানাডা। যুক্তরাজ্য প্রথম স্থান অধিকার করা সত্ত্বেও মাথাপিছু আদায়ের দিক থেকে পিছিয়ে আছে।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এ বছর ওয়াক্‌ফে জাদীদ খাতে ১৩,৪০,০০০ চাঁদাদাতা অংশ গ্রহণ করেছে। গত বছরের চেয়ে এ সংখ্যা এক লক্ষ পাঁচ হাজার বেশি। সংখ্যা বৃদ্ধির দিক থেকে

কানাডা, ভারত এবং যুক্তরাজ্য ছাড়াও আফ্রিকার গিনি কোনাকরি, ক্যামেরুন, গ্যাম্বিয়া, সেনেগাল, বেনিন, নাইজার, কঙ্গো কিনশাসা, বুরকিনাফাঁসো এবং তানজানিয়া উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে।

নাইজেরিয়া এ বছর পুরোপুরি মনোযোগ নিবদ্ধ করে নি। কেননা সংখ্যার দিক থেকে তাদের চাঁদাদাতার সংখ্যা অনেক হ্রাস পেয়েছে। নাইজেরিয়ার এবং আরো দু'একটি দেশের সংখ্যা যদি গত বছরের মতোও থাকত, বরং শুধু নাইজেরিয়ারই যদি বৃদ্ধি পেত তাহলে ১৩,৪০,০০০ এর পরিবর্তে অংশগ্রহণকারী ১৪,০০,০০০ এ উপনীত হত। এর অর্থ হল, সেখানে অনেক আলস্য প্রদর্শন করা হয়েছে বা সঠিক রিপোর্ট আসে নি বা রিপোর্ট নেয়া হয় নি। হয়তো সঠিকভাবে তাদের কাছে যাওয়া-ই হয় নি বা approach করা হয় নি। সচরাচর সেক্রেটারীদেরই আলসেমি হয়ে থাকে। জামা'তের সদস্যদের আন্তরিকতার যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে,তাতে কোন ঘাটতি নেই, তা আফ্রিকা হোক বা অন্য কোন দেশই হোক না কেন। রাবওয়া থেকে এক ব্যক্তি আমাকে লিখেছেন, মহল্লার প্রেসিডেন্ট সাহেব তার কাছে আসেন আর বলেন, আপনি ওয়াক্‌ফে জাদীদের ওয়াদা করেন নি, আর চাঁদাও দেন নি। তিনি বলেন, এটি কীভাবে হতে পারে? আমি রীতিমত চাঁদা দেই। তখন তিনি বলেন, এ বছর আমাদের সেক্রেটারী ওয়াক্‌ফে জাদীদ এত আলস্য দেখিয়েছে যে, মহল্লার কারোই ওয়াদা নেয়া হয় নি আর সঠিকভাবে আদায়ও হয় নি। এটি থেকে বুঝা গেল, সেক্রেটারীদের আলস্যের কারণেই অনেক সময় মানুষ বঞ্চিত থেকে যায়। নাইজেরিয়াতেও আমার মনে হয় এমনটিই হয়েছে। এছাড়া আমেরিকাতেও সংখ্যা কমেছে। অথচ সেখানে চাঁদা দাতার সংখ্যা কমে যাওয়ার যুক্তিসংগত কোন কারণ নেই। আর নাইজেরিয়াতেও এর কোন কারণ নেই। সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। তবে যেমনটি আমি বলেছি, মাথাপিছু কুরবানীর মানে আমেরিকা অনেক উন্নতি করেছে, মাশাআল্লাহ্। আর তারা রয়েছে প্রথম স্থানে। অনুরূপভাবে, সেসব দেশও চাঁদা দাতার সংখ্যা বৃদ্ধির প্রতি মনোযোগ দিন, যাদের গত বছরের চেয়ে সংখ্যা কমে গেছে এবং নিজেদের দুর্বলতা (দূর করার) প্রতি দৃষ্টি দিন। সাধারণ মানুষের ভেতর দুর্বলতা নেই, ত্রুটি রয়েছে কর্মীদের মাঝে।

ওয়াক্‌ফে জাদীদের একটি খাত হল, সাবালক বা প্রাপ্তবয়স্কদের চাঁদার খাত। এ ক্ষেত্রে পাকিস্তানের জামা'তগুলোর মাঝে প্রথম স্থানে রয়েছে লাহোর। এরপর রাবওয়া, তারপর রয়েছে যথাক্রমে করাচী। এছাড়া জেলা পর্যায়ে ক্রমানুযায়ী রয়েছে ইসলামাবাদ, গুজরাঁওয়ালা, গুজরাত, মুলতান, ওমর কোট, হায়দারাবাদ, পেশওয়ার, মিরপুর খাস, উকাড়া এবং ডেরাগাজী খান।

আতফাল বিভাগ অর্থাৎ শিশুদের আর্থিক কুরবানীতে লাহোর প্রথম স্থানে রয়েছে, এরপর যথাক্রমে রাবওয়া, করাচী, শিয়ালকোট, রাওয়ালপিন্ডি, গুজরাঁওয়ালা, গুজরাত, হায়দারাবাদ, ডেরাগাজী খান, কোটলী, আযাদ কাশ্মীর, মিরপুর খাস, মুলতান এবং ভাওয়াল নগর।

মোট সংগ্রহের দৃষ্টিকোণ থেকে ইংল্যান্ডের ১০টি বড় জামা'ত হল, উস্টার পার্ক, মসজিদ ফযল, তৃতীয় স্থানে রয়েছে বার্মিংহাম সাউথ। পাটনি, রেইঞ্জ পার্ক, ব্র্যাডফোর্ড নর্থ, নিউ মল্ডেন, গ্লাসগো, বার্মিংহাম ওয়েস্ট এবং জিলিংহাম যথাক্রমে।

মোট সংগ্রহের দিক থেকে অঞ্চলগুলোর মাঝে লন্ডন বি প্রথম স্থানে, এরপর লন্ডন এ, তারপর মিডল্যান্ডস্, নর্থ ইস্ট, এরপর সাউথ।

চাঁদা সংগ্রহের দৃষ্টিকোণ থেকে জার্মানির পাঁচটি স্থানীয় জামা'তের এমারতের মাঝে হ্যামবুর্গ প্রথম স্থানে রয়েছে, তারপর ফ্র্যাঙ্কফুর্ট, উইযবাদেন, মোরফিল্ডন ওয়ালড্রোফ, ডিসেন্ট বাখ। আর

মোট সংগ্রহের ক্ষেত্রে দশটি জামা'ত হল, যথাক্রমে রোয়েডারমার্ক, নোয়েস, ফ্রিডবার্গ, নিডা, ফ্লোরিযহায়েম, হানাও, কোলন, কোবলেনয্, লাঙ্গন এবং মেহেদীয়াবাদ।

সংগ্রহের দিক থেকে আমেরিকার প্রথম দশটি জামা'তের মাঝে প্রথম স্থানে রয়েছে সিলিকন ভ্যালী, এরপর যথাক্রমে সিয়াটল, ডেট্রয়েট, সিলভারস্প্রিং, সেন্ট্রাল ভার্জিনিয়া, লস এঞ্জেলেস ইষ্ট, ডালাস, বোস্টন, ফিলাডেলফিয়া এবং লাওরেল।

কানাডার জামা'তগুলোর মাঝে প্রথমস্থানে রয়েছে ক্যালগেরী, এরপর যথাক্রমে পিস ভিলেজ, ভন, ভ্যানকুভার ও মিসিসাগা।

সংগ্রহের দিক থেকে পাঁচটি বড় জামা'তের মাঝে ডারহাম প্রথম স্থানে, এরপর রয়েছে যথাক্রমে মিলটন ইষ্ট, সাস্কাটুন সাউথ, সাস্কাটুন নর্থ এবং উইন্ডসর। এরপর লয়েড মিনিস্টার, অটোয়া ওয়েস্ট, অটোয়া ইস্ট, বেরী এরপর রয়েছে রিজাইনা।

আতফাল বিভাগে পাঁচটি উল্লেখযোগ্য জামা'ত হল, যথাক্রমে ডারহাম, ব্র্যাডফোর্ড, সাস্কাটুন সাউথ, সাস্কাটুন নর্থ এবং লয়েড মিনিস্টার।

অঞ্চলের দিক থেকে ক্যালগেরী প্রথম স্থানে রয়েছে, এরপর রয়েছে যথাক্রমে পিস ভিলেজ, ব্রম্পটন, ভন এবং রয়েস্টান।

ভারতের প্রদেশগুলোর মাঝে প্রথমটি হল, কেরালা, দ্বিতীয়ত জম্মু-কাশ্মীর, তৃতীয়স্থানে রয়েছে তামিলনাড়ু এরপর যথাক্রমে কর্নাটক, তেলেঙ্গানা, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, দিল্লী এবং মহারাষ্ট্র।

সংগ্রহের দিক থেকে ভারতের শীর্ষ দশটি জামা'ত হল, যথাক্রমে কেরোলায়ী প্রথমস্থানে রয়েছে, তারপর ক্যালিকাট, হায়দারাবাদ, পাথাপ্রেয়াম, কাদিয়ান, কান্নোর টাউন, কোলকাতা, বেঙ্গালোর, সেলোর এবং পেঙ্গাডী।

অস্ট্রেলিয়ার জামা'তগুলো হল, যথাক্রমে ক্যাসেল হিল, ব্রিজবেন লুগান, মার্সডেন পার্ক, বারবিক, প্যাজিথ, এডিলেড সাউথ, প্লামটন, ক্যানবেরা, লাঙ্গওয়ারেন, এডিলেড ওয়েস্ট।

আল্লাহ্ তা'লা এসব কুরবানীকারীর ধন এবং জনসম্পদে অশেষ ও অঢেল বরকত দিন। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা তৌফিক দান করুন যাতে ভবিষ্যতে তারা সঠিকভাবে কাজ করতে পারে, যেসব ঘাটতি রয়েছে, তা যেন পুরণের চেষ্টা করে। বিশেষ করে, চাঁদাদাতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া উচিত। অঙ্ক তো বৃদ্ধি পেয়েই থাকে কিন্তু যৎসামান্য অর্থ দিয়ে হলেও সবার অংশ গ্রহণ আবশ্যক।

নামাযের পর দু'টো গায়েবানা জানাযার নামায পড়াব। প্রথমটি শ্রদ্ধেয়া আসমা তাহেরা সাহেবার, যিনি সাহেবযাদা মির্যা খলীল আহমদ সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। ২০১৬ সনের ২৩ ডিসেম্বর ৭৯ বছর বয়সে তিনি কানাডায় ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। ১৯৩৫ সনে জুন মাসে ভাগলপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মৌলভী আবদুল বাকী সাহেব এবং তার মা সুফিয়া খাতুন সাহেবা। তার পিতা দীর্ঘদিন কুনরীতে অবস্থিত জামা'তের ফ্যাক্টরীতে কাজ করেছেন। দীর্ঘদিন কুনরী জামা'তের প্রেসিডেন্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

হযরত আলী আহমদ সাহেব (রা.) ছিলেন তার দাদা, তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন, সাহাবী ছিলেন। তার বয়আতের ঘটনা আমাতুন নূর সাহেবা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমরা শুনেছি, তিনি যখন কাদিয়ান আসেন, তখন নবম শ্রেণীর ছাত্র

ছিলেন। কাদিয়ান যাওয়ার পর পথে অমৃতসর রেল স্টেশনে মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভী তাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করে। উত্তরে তিনি মৌলভী সাহেবকে বলেন, আমার মা চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের নিদর্শন পূর্ণ হওয়ার পর আমাকে গবেষণার জন্য কাদিয়ান পাঠিয়েছে। আপনার এই আচরণের মাধ্যমে মির্যা সাহেবের সত্যতা আমার সামনে সুস্পষ্ট হয়েছে। আপনার মত এত বড় মৌলভী কোন মিথ্যা নবীর দাবিকারকের জন্য এত সময় কেন নষ্ট করবে? এভাবে আপনার ঘোরাফেরা করা আর সময় নষ্ট করা থেকে বুঝা যায়, মির্যা সাহেব সত্য।

১৯৬৪ সনের ৬ জানুয়ারি আসমা সাহেবার বিয়ে হয়। যেমনটি পূর্বেই আমি বলেছি, তিনি মির্যা খলীল আহমদ সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। মির্যা খলীল আহমদ সাহেব হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর পুত্র আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর দৌহিত্র ছিলেন, সাহেবযাদী আমাতুল হাই সাহেবার গর্ভে তাঁর জন্ম হয়। শ্রদ্ধেয়া আসমা তাহেরা সাহেবা কেন্দ্রীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র জেনারেল সেক্রেটারী আর সেক্রেটারী যিয়াফত, এছাড়া আন্তর্জাতিক তবলীগি পরিকল্পনা কমিটির সদস্যা এবং স্থানীয় লাজনারও কাজ করার সৌভাগ্য পেয়েছেন।

আসমা তাহেরা সাহেবার পিতা ১৯৭৫ সনে ইন্তেকাল করেন। এরপর মা তার সাথেই ছিলেন। আসমা তাহেরা সাহেবা আমার মামী ছিলেন, তাই আমিও তার সম্পর্কে জানি। শ্বশুরালয়ে তার ননদদের এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে তার গভীর ভালোবাসা এবং স্নেহের সম্পর্ক ছিল। তার অসুস্থতার সময় আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করে এসেছি। সম্প্রতি তিনি কানাডায় বসবাস করছিলেন। তার রোগের অবস্থা এমন ছিল যে, আমি যখন তার কাছে যাই এবং তার সাথে সাক্ষাৎ করি, তখন তার পক্ষে নড়াচড়া করাও সম্ভব ছিল না। কিন্তু তখনো তার বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখুন! তিনি বলেন, আমার কাপড় বের করে রাখ, প্রস্তুতি নাও, (আমার কথা বলেন,) হয়ত আমাকে তিনি সাক্ষাতের জন্য ডাকবেন। ‘সাক্ষাতের জন্য আসুন’ আমাকে এই বার্তা দেয়ার পরিবর্তে তিনি আশা করছিলেন, হয়ত আমিই তাকে ডেকে পাঠাব। যাহোক, আমি তার সাথে দেখা করে এসেছি। এ কারণে তিনি খুবই আনন্দিত ছিলেন। তার নিজের কোন সন্তান ছিল না, বোনের এক মেয়েকে তিনি পেলেছেন। পাঁচ বছর বয়সেই সে তার কাছে এসেছিল। তিনি বলেন, আমাকে আপন সন্তানের মত লালন-পালন করেছেন আর বিয়ের সময়েও আমার বিয়ের সকল আয়োজন তিনিই করেছেন। আমার তরবীয়ত এবং শিক্ষায় কোন ঘাটতি তিনি রাখেন নি। আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলে আমাকে বলতেন, দোয়া কর, সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ্। দোয়ার প্রতি তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। বাচ্চাদের প্রতি গভীর ভালোবাসা ছিল, তাদের তরবীয়তের প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান ছিলেন। তিনি বলতেন, সন্তানদেরকে মসজিদে নিয়ে যাবে। কেননা, তাদেরকে যদি মসজিদে ব্যস্ত রাখ, তাহলে বাচ্চারা কখনোই উচ্ছন্নে যাবে না এবং নষ্ট হবে না। সব সময় জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত থাকার উপদেশ দিতেন। এই মেয়ে বলছে, আমাকে ওসীয়্যত করার জন্যেও নসীহত করেছেন। আর সব সময় এই নসীহত করতেন যে, জামা'তের সাথে সর্বাবস্থায় সম্পৃক্ত থাকবে। কাজের লোকদের সাথেও কোমল ব্যবহার করতেন। ঘরে কাজের মেয়ে ছিল, তার সম্পর্কে তার এই পালিতা কন্যাকে বলেছিলেন, আমার মৃত্যুর পর তার যত্ন নিবে আর আমি তাকে বাড়িতে যে কোয়ার্টার দিয়েছি, সেখান থেকে তাকে বের করে দিবে না। আল্লাহ্ তা'লা তার রূহের মাগফিরাত করুন এবং নিজ করুণায় সিক্ত করুন।

দ্বিতীয় জানাযা হল, জনাব চৌধুরী হামীদ নাসরুল্লাহ্ খান সাহেবের। ৪ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে লাহোরে তিনি ৮৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। চৌধুরী হামীদ নাসরুল্লাহ্ খান সাহেব-এর দাদা হযরত চৌধুরী নাসরুল্লাহ্ খান সাহেব (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। তার নানা ছিলেন চৌধুরী ফতেহ্ মোহাম্মদ সিয়াল সাহেব (রা.)। তিনিও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। তার পিতা চৌধুরী মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ খান সাহেব দীর্ঘদিন করাচি জামা'তের আমীর ছিলেন। চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব তার জেঠা আর একই সাথে শ্বশুরও ছিলেন। ১৯৬৪ সনে চৌধুরী হামীদ নাসরুল্লাহ্ খান সাহেবের বিয়ে হয় চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেবের কন্যা আমাতুল হাই সাহেবার সাথে। তার সন্তানরা হলেন, মোস্তফা নাসরুল্লাহ্ খান এবং ইব্রাহীম নাসরুল্লাহ্ খান, যিনি ১৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। আর আয়শা নাসরুল্লাহ্ হলেন তার একমাত্র কন্যা। চৌধুরী হামীদ নাসরুল্লাহ্ সাহেবের সাথে চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেবের যে মেয়ের বিয়ে হয়েছিল, ইতিপূর্বে ডাক্তার ইজাজুল হক সাহেবের সাথেও তার বিয়ে হয়। সেই ঘরে তার দুই ছেলে ছিল, মুহাম্মদ ফযল হক এবং আহমদ নাসরুল্লাহ্। ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪ সনে আহমদ নাসরুল্লাহ্কে লাহোরে শহীদ করা হয়েছিল। এখন তার দুই পুত্র এবং এক কন্যা রয়েছে। স্ত্রীর প্রথম পক্ষের সন্তানদেরকেও তিনি অত্যন্ত স্নেহের সাথে আপন সন্তানের মত কাছে রেখেছেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) ১৯৭৫ সনে তাকে জামা'তে আহমদীয়া লাহোরের আমীর নিযুক্ত করেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ৩৪ বছর জামা'তে আহমদীয়া লাহোরের আমীরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ২০০৯ সন থেকেই তার স্বাস্থ্য খুব একটা ভালো যাচ্ছিল না। আমার কথায় অর্থাৎ, 'আপনি দেখুন! কাজ করতে পারবেন কি-না' তিনি বলেন, ঠিক আছে! আমি অপারগ। অপারগ এই অর্থে যে, স্বাস্থ্য ভালো নয়, এমারতের কাজ অনেক ব্যাপক। এরপর শেখ মুনীর সাহেব সেখানে নতুন আমীর নিযুক্ত হন, যিনি ২০১০ সনে শাহাদত বরণ করেন। ২০০৮ বা প্রায় ২০০৯ সন পর্যন্ত তিনি আমীর হিসেবে কাজ করেছেন।

১৯৭৪ সনের বৈরী পরিস্থিতিতে তিনি যথারীতি আমীরের পদে না থাকলেও খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তার ওপর অনেক দায়িত্ব ন্যস্ত করেছিলেন। আর তিনি তা সুচারুরূপে পালন করতেন। ১৯৭৪ সনে হাইকোর্টে যখন বিচারপতি সামদানীর তদন্ত কমিটি গঠিত হয়, তখন তাতেও তার সেবার খতিয়ান ছিল অনেক দীর্ঘ। ১৯৮৪ সনের পরীক্ষার যুগে লাহোরের কেন্দ্রীয় শরীয়া আদালতে যে মামলাটি চলছিল, সেখানেও তিনি অনেক সেবা করেছেন। তিনি আরেকটি মহাসম্মানও লাভ করেছেন আর তা হল, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর পাকিস্তান থেকে হিজরতের সময় তিনি রাবওয়া থেকে লন্ডন পর্যন্ত হুযূরের সাথেই ছিলেন। বরং আমার জানা মতে, রাবওয়া থেকে করাচি পর্যন্ত তিনিই গাড়ি চালিয়েছেন। তার এমারতকালে লাহোরের দারুয্ যিক্র সম্প্রসারিত হয়েছে আর এখনো তা অব্যাহত আছে। যাহোক, সেই যুগে অনেক কাজ হয়েছে। তার এমারতকালে লাহোরে অনেকগুলো নতুন নতুন আর সুন্দর সুন্দর মসজিদ নির্মিত হয়েছে এবং আহমদীয়া জামা'ত লাহোর উল্লেখযোগ্য আর্থিক কুরবানীর সৌভাগ্য লাভ করেছে। গত ৩২ বছর থেকে তিনি ফযলে উমর ফাউন্ডেশনের প্রধান হিসেবে সেবা করে যাচ্ছিলেন। ১৯৮৪ সনে খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর পাকিস্তান থেকে ইংল্যান্ড হিজরতের সময় যেমনটি আমি

বলেছি, তার সফরসঙ্গী হওয়ার সম্মান তিনি লাভ করেছেন। ইয়ান এ্যাডামসনের (Iain Adamson) যে বই আছে, তাতেও তিনি তার কথা উল্লেখ করেছেন।

লাহোরের সেক্রেটারী উমুরে আমা চৌধুরী মনোয়ার সাহেব লিখেন, হামীদ নাসরুল্লাহ্ খান সাহেব তার সহকর্মীদের প্রতি অনেক বেশি যত্নবান ছিলেন, তাদের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর প্রয়োজনের প্রতিও অনেক দৃষ্টি রাখতেন। কোন পরামর্শ চাওয়া হলে অত্যন্ত স্নেহ ও ভালোবাসার সাথে পরামর্শ দিতেন। তিনি বলেন, ৯ বছর আমি লাহোরের জেলা কায়েদ হিসেবে কাজ করেছি, কিন্তু কখনোই তিনি কোন বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন নি। খোদ্দামুল আহমদীয়ার কাজে অনেক বেশি সহযোগিতা করতেন। খোদ্দামুল আহমদীয়ার পাঁচটি ইজতেমা লাহোরের বাহিরে করানোর সুযোগ হয়েছে, সেক্ষেত্রে তিনি আমাদের বস্তুনিষ্ঠ দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে পথনির্দেশনা দিতেন। চৌধুরী হামীদ নাসরুল্লাহ্ খান সাহেব খুব ভালো একজন ব্যবস্থাপকও ছিলেন আর যথা সময়ে এবং যথাস্থানে তিনি কাজ সম্পন্ন করতেন। সব জামা'ত সফর করতেন, হালকা প্রেসিডেন্টদের সাথে তার ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল। আমেলার সদস্যদেরকে তিনি তার বন্ধু এবং বাহু জ্ঞান করতেন।

হাকীম তারেক সাহেব লিখেন, তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে খিলাফতের আনুগত্যের বৈশিষ্ট্য বিরাজমান ছিল। জামা'তের কর্মী এবং খাদেমদের সাথে খুবই নম্র এবং হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করতেন। তাদেরকে তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন। প্রথমে আমার নায়েরে আলা থাকা কালীন সময়ে আমার সাথে যতদিন তিনি আমীর হিসেবে কাজ করেছেন, সেখানেও কেন্দ্রের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা এবং আনুগত্যের সাথে কাজ করেছেন। আমার নায়েরে আলা থাকা অবস্থায়ও তিনি আমার সাথে কাজ করেছেন এবং খিলাফতের আসনে আসীন হওয়ার পরও যতদিন তিনি লাহোরের আমীর ছিলেন, পূর্ণ সহযোগিতার চেতনা নিয়ে কাজ করেছেন। তার মাঝে গভীর আনুগত্যের বৈশিষ্ট্য ছিল।

লাহোর জেলার নায়েব আমীর কর্ণেল নঈম সিদ্দিকী সাহেব লিখেন, খিলাফতের সাথে তার ব্যক্তিগত সম্পর্কের ঘটনা বলা শুরু করলে বলতেই থাকতেন। কর্ণেল নঈম সাহেব একটি ঘটনা লিখেছেন, একবার তিনি ভাওয়ালপুরে কোন কাজে যাচ্ছিলেন, রাস্তায় খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর বার্তা পান যে, রাবওয়ায় পৌঁছুন। ভাওয়ালপুর পৌঁছে গিয়েছিলেন, কিন্তু কাজ ছেড়ে দিয়ে তিনি অনতিবিলম্বে রাবওয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। রাতারাতি সফর করে ফজরের পূর্বেই রাবওয়া পৌঁছে যান। তিনি বলেন, আমি বাহিরে পায়চারী করতে থাকি আর যখন দেখি, এটি তাহাজ্জুদের সময় বা তাহাজ্জুদ এবং ফজরের নামাযের মধ্যবর্তী সময়, তখন তিনি হুযূরকে পয়গাম পাঠান যে, আমি পৌঁছে গিয়েছি আপনার সকাসে উপস্থিত আছি।

দরিদ্রদের নামে তিনি বৃত্তি চালু করেছিলেন। কেবল নিজের পক্ষ থেকেই নয়, বরং তার স্ত্রী, তার পিতা এবং চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেবের পক্ষ থেকেও বৃত্তি চালু করেছিলেন। যখনই কারো আবেদন আসত, তিনি অগ্রগামী করে বলতেন, আমার খাত বা স্ত্রীর হিসাব বা অন্য কোন হিসাব থেকে তাকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হোক। এটিও তিনি সঠিক লিখেছেন যে, হামীদ নাসরুল্লাহ্ খান সাহেব জামা'তে আহমদীয়া লাহোরের ইতিহাস ছিলেন। যাহোক, খোদার পক্ষ থেকে তিনি নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যে গুণান্বিত ছিলেন আর এর সঠিক ব্যবহারও করতেন।

ফযলে উমর ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারী নাসির শামস সাহেব লিখেন। (যেমনটি আমি বলেছি, তিনি ৩২ বছর প্রেসিডেন্ট ছিলেন।) চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেবের ইন্তেকালের পর

১৯৮৬ সনে তিনি ফযলে উমর ফাউন্ডেশনের সভাপতি নিযুক্ত হন আর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রায় ৩২ বছর ফযলে উমর ফাউন্ডেশনের প্রধান হিসেবে কাজ করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। তিনি খুবই সহানুভূতিশীল, সহমর্মী, স্নেহশীল, কোমল হৃদয়ের অধিকারী এবং হাসি-খুশী মানুষ ছিলেন। তার পরিচিতির গন্ডি ছিল অনেক ব্যাপক আর এই সম্পর্ককে সব সময় জামা'তের স্বার্থে ব্যবহার করতেন। তিনি খুবই নিষ্ঠাবান, নিবেদিত প্রাণ, জামা'তের সেবক, খলীফাগণের সুলতানে নাসীর, খিলাফতের জন্য পরম আত্মাভিমানী এবং বিশ্বাসী মানুষ ছিলেন। অসুস্থতা সত্ত্বেও ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন মিটিং-এ যোগদান করতেন, সঠিক মতামত ব্যক্ত করতেন এবং বিষয়কে গভীরভাবে অনুধাবন বা বিশ্লেষণ করার যোগ্যতা রাখতেন। খোদাপ্রদত্ত যোগ্যতায় কোন বিষয়ের গভীরে পৌঁছে যেতেন এবং পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতেন। মির্যা নাদীম সাহেব লিখেন, তিনি নিজে আমাকে শুনিয়েছেন, ১৯৭৫ সনে তাকে যখন লাহোরের আমীর নিযুক্ত করা হয়, তিনি খুবই ভয় এবং শঙ্কা নিয়ে রাবওয়ায় হযরত খলীফা সালেস (রাহে.)-এর সমীপে গিয়ে উপস্থিত হন এবং সাক্ষাতের অনুরোধ পাঠান। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তাকে ডেকে পাঠান এবং জিজ্ঞেস করেন, কী কারণে আর কীভাবে এলেন? তিনি বলেন, আমি এই পদের যোগ্য নই। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) বলেন, খাবারের সময় হচ্ছে, প্রথমে খাবার খাও। চৌধুরী সাহেব তখনো তার কথা বার বার পুনরাবৃত্তি করছিলেন। তিনি বলেন, এরপর খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) আমার কাঁধে হাত রেখে বলেন, যুগ খলীফা তোমাকে আমীর নিযুক্ত করেছেন আর আল্লাহ্র খলীফা ভালো জানেন। তিনি বলেন, এরপর কঠিন থেকে কঠিনতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হই, কিন্তু আল্লাহ্র কৃপায় আর কখনো আমি বিচলিত হই নি। খিলাফতের দোয়ার কল্যাণে আমার সব কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হতে থাকে।

আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার সন্তান-সন্ততিকেও বিশ্বস্ততার সাথে খিলাফত এবং জামা'তের সাথে সংশ্লিষ্ট ও সম্পৃক্ত রাখুন এবং তার পুণ্যসমূহ ধরে রাখার তৌফিক দান করুন।

(সূত্রঃ আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৭ জানুয়ারি- ২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭, ২৪তম খণ্ড, সংখ্যা ৪, পৃঃ ৫-৯)
কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত